দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 APR 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৫

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

041

একটি প্রতিবাদ

(গত ৫ এপ্রিল আসমা আহমদ নুমাইয়া খাতুনের লেখা 'শিক্ষক সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতঃ একটি সমীক্ষা' প্রবন্ধটির বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জনৈক শিক্ষক। আমরা তার প্রতিবাদলিপিটি বানান ভুলসহ হুবহু তুলে দিলাম)।

৫ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখের দৈনিক ইনকেলাবে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের পাতায় আসমা আহমদ নুমাইয়া খাতুন লিখিত "শিক্ষক সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত—একটি সমীক্ষা"—পাঠ করে অত্যন্ত ব্যথিত এবং বিস্মিত হয়েছি। আলোচ্য প্রবন্ধের নাম দেখে বুঝা যায় লেখিকা ঢালাওভাবে শিক্ষক সমাজকে দোষারূপ করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষকরা নিষ্পাপ, নির্দোষ এবং সমালোচনার উর্ধ্বে এ আমি দাবী করছি না। তবে ১৯৮৬ সনের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির জন্য শিক্ষক সমাজ যে মোটেই দায়ী নন তা প্রমাণিত হয়েছে ২০শে এপ্রিল '৮৬ তারিখে শিক্ষক সমিতি এবং শিক্ষা সচিবের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে উক্ত চুক্তি সম্পাদনের পর প্রায় এক বৎসর চলে গেলেও প্রশাসন তা বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেন নি। শিক্ষকদের প্রতি প্রশাসনের এ পর্যায়ের আচরন অতীতকাল থেকে চলে আসছে। নায্য অধিকার আদায়ের সকল গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হওয়ার পর ধর্মঘট না করে শিক্ষকরা কি করতে পারতেন তা আমার স্থুল মাথায় না ঢুকলেও দেশের জ্ঞানী-গুনীদের মাথায় যে ঢুকেছে তা তখনকার পত্র পত্রিকা খুললেই বুঝা যায়।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, "শিক্ষকরা পরীক্ষায় সহযোগীতা করবেন না; কিন্তু পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কোন বাধাও দেবেন না"। তারপর ও দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলে তার জন্য সমস্ত শিক্ষক সমাজকে দোষারোপ করা উদ্দোশ্য প্রণদিত, গর্হিত এবং অন্যায় বলে আমি মনে করি। পরীক্ষার্থীরা নিজ সুবিধার জন্য কেন্দ্র পরিবর্তন করেছিল কি না তা এখন বলা মুশকিল। তবে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শহরের শিক্ষার্থীরা মফস্বলের কেন্দ্র যে বেছে নেয় তা এখন প্রায় সকলের জানা। এ কথা নির্দিধায় বলা যায় শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তন শিক্ষকদের দাবী আদায়ের সহায়ক ছিল না।

ফরম জালিয়াতী যারা করেছেন তারা মানুষ গড়ার কারিগর বা শিক্ষক নন, তারা হচ্ছেন "জালিয়াতী বা নকল করার কারিগর"। ঢাকা বিভাগের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জালিয়াতীতে অভ্যস্থ একথা দেশবাসী জেনেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এ জন্য সমগ্র শিক্ষক সমাজকে নিয়ে কটাক্ষ করা যুক্তিযুক্ত কি-না তা বিচারের ভার দেশবাসীর উপর রইল। শিক্ষক এবং বাসমালিকরা সম্পর্কে চাচা ভাতিজা নন তা সর্বজন বিদিত। এরপরও প্রবন্ধে উল্লেখিত জয়দেবপুর রানী বিলাস মনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কি করে অনুমান করতে পারলেন শিক্ষকরা বাসমালিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাচ্ছেন—তা একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

যার নিকট ৬০ টাকা দিয়ে ২টি ব্যাঙ বিক্রি করা যায় (যা একটু কষ্ট করে বিনামূল্যে সংগ্ররহ করা যেত) তাকে বাগিয়ে প্রাইভেট পড়ানোর নামে প্রচুর টাকা উপার্জনের লোকের যে অভাব হবে না তা সহজে অনুমেয়।

পরীক্ষার্থীনী লেখিকা বাস-স্ট্রাইকের পাল্লায় পড়ে এবং বখাটে তরুনদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তার মনের পুঞ্জিভূত সকল বেদনা লাঘবের জন্য দীর্ঘদিন পর এদেশের অবহেলিত দরিদ্র ও নীরিহ শিক্ষকদের উপর দোষারূপ করেছেন, তার এরূপ মন্তব্য সৎ, কর্মনিষ্ট, এবং দায়িত্ববান শিক্ষকদের নিরুৎসাহীত করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মোঃ জালাল উদ্দিন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
আল এমদাদ উচ্চবিদ্যালয় সিলেট